খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 26 ❑ 11 Sept., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

চিকিৎসা না করে রোগীকে কলকাতার রেফার করার অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ বুকে পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে আসা যুবককে চিকিৎসা না করেই কলকাতা রেফার করার অভিযোগ উঠলো চিকিৎসক সহ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। আরো অভিযোগ, অ্যাম্বুলেন্স অতিরিক্ত ভাড়া চায়। অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া জোগাড় করতে না পেরে শেষমেষ রোগীকে ট্রেনে করে কলকাতায় নিয়ে গেল পরিবার। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বনগাঁ পৌরসভার সাত ভাই কালীতলার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বসুকে বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে আসে পরিবার। অভিযোগ, সেখানে আসার পর কোনরকম চিকিৎসা না করেই চিকিৎসক রোগীকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেয়। রোগীর পরিবারের অভিযোগ হাসপাতালের ভিতরে অ্যাম্বুলেন্স ইউনিয়নে গেলে সেখান থেকে চার হাজার টাকা ভাড়া চাওয়া হয়। সেই ভাড়া জোগাড় করতে পারেনা পরিবার। অভিযোগ, সে সময় একপ্রকার জোর করে রোগী ও তার পরিবারকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে অসহায় পরিবার অসুস্থ রোগীকে নিয়ে ট্রেনে করেই রওনা হন কলকাতার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। রাত ৯:৩৫ এর বনগাঁ শিয়ালদা লোকাল ধরে পরিবারের লোকেরা রোগীকে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যায়। ট্রেনে শুয়ে অসুস্থ বিশ্বজিৎ বসু হাসপাতালের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। যদিও এই গোটা ঘটনা অস্বীকার করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে বনগাঁ জেলা বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল ঘটনার জন্য হাসপাতাল সুপারকে দায়ী করেন। তিনি জানান, সুপার নিজে নার্সিংহোম চালান, সঠিকভাবে হাসপাতালে আসেন না। পাশাপাশি তিনি হাসপাতালের ভিতরে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগ তোলেন। বনগাঁ পৌরসভার পৌরপ্রধান তথা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য গোপাল শেঠ হাসপাতালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে কিছু না বললেও তিনি দাবি করেন, পরিবারের পক্ষ থেকে পৌরসভাকে জানালে পৌরসভা বিনা খরচে অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করে দিত।

অভিযোগ অস্বীকার করে বন'গাঁ হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণ চন্দ্র বড়ুই সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু বলতে না চাইলেও তিনি দাবি করেন, হাসপাতালে সব সময় রোগীদের জন্য সরকারি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু থাকে। রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে হাসপাতালের কাছে কোনো রকম অভিযোগ জানানো হয়নি। জানালে অবশ্যই বিষয়টি দেখা হত।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের বাংলা মোদের গর্ব অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর বনগাঁর অভিযান সংঘ ময়দানে নির্মিত সুসজ্জিত মঞ্চে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় শুরু হয় বাংলা

মোদের গর্ব শীর্ষক নানা অনুষ্ঠান। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের যুগ্ম তথ্য-সংস্কৃতি আধিকারিক লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর, বনগাঁ পৌরসভার পৌরপ্রধান গোপাল শেঠ, ছিলেন জেলার তথ্য-সংস্কৃতি আধিকারিক পল্লব পাল, প্রসেনজিৎ মণ্ডল, বসিরহাটের বিভাগীয় আধিকারিক রমারানী দত্ত, বসিরহাটের সুস্মিতা দেবী, বনগাঁর তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক গোপাল সাহা, ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, জেলা পরিষদ সদস্য শিপ্রা বিশ্বাস, বনগাঁ পৌরসভার কউন্সিলর নারায়ণ ঘোষ, উপ-পৌরপতি জোৎস্না আঢ্য সহ অন্যান্য কাউন্সিলরগণ।

উদ্যোক্তারা সকলকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। উপস্থিত সকলের সমবেত কণ্ঠে রাজ্য সংগীত বাংলার মাটি বাংলার জল ... পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান .... পরিবেশিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লোক প্রসার প্রকল্পের শিল্পীগণ নানা সাজে ও নানা অনুষ্ঠানে আগত বিশিষ্টজনদের অভিবাদন জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে বাংলা ভাষার অস্মিতা, বাংলার শিল্প ও সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ইত্যাদি তুলে ধরে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার গরিমা রক্ষার আহ্বান জানান। পরিশেষে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় পাতায়...

অশোকনগরের পর গোপালনগরে তেল ও গ্যাসের ভান্ডারের সম্ভাবনা

প্রতিনিধি ঃ অশোকনগরের পর এবার গোপালনগরেও বিপুল পরিমাণে খনিজ তেল ও গ্যাস মজুত থাকার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে। কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্রীয় সংস্থা ওএনজিসি বনগাঁ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষামূলক খনন ও গবেষণা চালাচ্ছে। গোপালনগর ব্লকের আকাইপুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলা অনুসন্ধানে বড় আকারে তেল ও গ্যাস পাওয়া যেতে পারে বলে আশাবাদী ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ। বুধবার আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেন কর্তৃপক্ষ। সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজার মানস কুমার নাথ সহ অন্যান্য আধিকারিক। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাফর আলী মন্ডল ও গোপালনগর থানার ওসি অসীম পাল। সিএনজি'র কর্তা মানস কুমার নাথ বলেন, আকাইপুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

তৃতীয় পাতায়...

পুনর্গঠিত হলো অল ইন্ডিয়া মতুয়া গোঁসাই পরিষদ, মতুয়া গোঁসাইদের ভাতা চালুর দাবি

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর পরিচালিত অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ গোঁসাই পরিষদ তৈরি হলো বৃহস্পতিবার।

মতুয়া গোঁসাইরা জানিয়েছেন, এই গোঁসাই পরিষদ আগে ছিল, এদিন নতুন করে এর পুনর্গঠন হলো। ঠাকুরবাড়িতে গোঁসাইদের উপস্থিতিতে একটি মিটিং হয়। সেখান থেকে দাবি উঠলো, রাজ্যে যেমন ইমাম ভাতা ও পুরোহিত ভাতা আছে কিন্তু মতুয়া সম্প্রদায়ের, মূল গোঁসাইদের নেই কোনো ভাতা। অবিলম্বে মতুয়া পাগল গোঁসাইদের ভাতা চালু করতে হবে।

মতুয়া ওয়েলফেয়ার বোর্ডে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মাত্র ১০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হলেও বর্তমানে এখন তা বন্ধ, পুনরায় তা চালু করতে হবে। তাঁরা বলেন, আমরা একপক্ষ, তা হলো মতুয়া। সেটা নিয়েই থাকবো। এদিন রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মতুয়ারা

তৃতীয় পাতায়...

অঙ্কে ভীতি কাটাতে স্কুলে ল্যাবরেটরি

প্রতিনিধি ঃ পড়ুয়াদের মধ্যে থেকে অঙ্কের ভীতি দূর করতে স্কুলে তৈরি করা হল ম্যাথমেটিক্স ল্যাবরেটরি। ঘটনাটি গাইঘাটার বেনীমাধব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। শিক্ষক শিক্ষিকারা মনে করেন, অঙ্ক বিষয়টি যেহেতু বিমূর্ত বিষয়, তাই অঙ্ক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে একটা ভয় থেকেই যায়। এই ল্যাবরেটরি পড়ুয়াদের মন থেকে সেই ভয় দূর করবে। কয়েকদিন আগে ওই ল্যাবরেটরির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। উদ্বোধনের আগে থেকেই অবশ্য সেখানে ছাত্রীরা ক্লাস করতে শুরু করেছিল।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনকে স্মরণ করে তাঁর নামেই নামাঙ্কিত ওই

তৃতীয় পাতায়...

শরীরে ক্যান্সার নিয়ে চাকরিহারা তকমা ওঠাতে চাকরি ফিরে পাওয়ার লড়াই বনগাঁর মেয়ে সৌমির

প্রতিনিধি ঃ একদিকে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের বিরুদ্ধে জীবনযুদ্ধে লড়াই, অপরদিকে এই অবস্থাতেও নিজের গায়ে লাগা চাকরিহারা তকমা ওঠাতে চাকরি ফিরে পাওয়ার লড়াই। চাকরি হারা শিক্ষিকা সৌমি বিশ্বাস। ২০১৬'র ব্যাচ। বনগাঁর মেয়ে তিনি। যে স্কুলে ২০১৯ সালে যোগ দিয়ে একসময় ছাত্রীদের পড়িয়েছেন। এদিন এসএসসি পরীক্ষা দিতে বসেছিলেন সেই কুমুদিনী গার্লস হাইস্কুলেই। দৃশ্যটা যেন নিজেরই কাঁটার মতো বিঁধেছে তাঁর মনে।

সৌমি দেবীর কথায়, নিজের কষ্ট করে অর্জন করা চাকরি একদিন হঠাৎ

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ২৬ ❐ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

‘তোপসে’ হলে লিখতেন- ‘যতকাণ্ড ঠাকুরবাড়ি’

প্রসঙ্গ ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ি মানে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি নয়। ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি। মতুয়া মহাধর্মের পুণ্যভুমি ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ির বর্তমান সদস্যদের পূর্ব পুরুষগণ সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় শূদ্রশ্রেণীর মানুষদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিছেন। তার জন্য তাঁরা অনুভব করেছিলেন রাজ্যপাটে নিজেদের ক্ষমতা স্থাপন করতে না পারলে নিজের শ্রেণীর মানুষের যথাযথ কল্যাণ কখনও সম্ভব নয়। এই কারণেই পি.আর ঠাকুরের রাজনীতিতে পদার্পন। আর আজ তিন প্রজন্মে দাঁড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির সকলেই রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন থাকায় ঠাকুরবাড়ির দুই তরফ এখন দুই রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত এবং মনোনীত জনপ্রতিনিধি। তাই সকলেই ক্ষমতাধর। একপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের বলে বলিয়ান। তো অন্য পক্ষ রাজ্য সরকারের। ‘২৬-এর বিধাসভা নির্বাচানের প্রেক্ষিতে বিজেপি’র পাখির চোখ পশ্চিমবঙ্গ। তার জন্য ভারতীয় জনতাপার্টি তাদের মত করে ঘুঁটি সাজানো শুরু করেছে। আবার নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসও তাদের মতো করে কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে আবার শুরু হয়েছে সিএএ বা এসআইআর-এর মতো কর্মকাণ্ড। সাম্প্রতিক কালে সিএএ-তে ফর্মফিলাপ নিয়ে ঠাকুরবাড়ির বিজেপি-র জনপ্রতিনিধি দুই সহোদরের মধ্যে বিবাদের খবর প্রকাশ্যে আসে। সেই বিবাদ থামাতে আসরে নামতে হয় বিরোধীপক্ষ অর্থাৎ তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ মমতা ঠাকুরকে। বিবাদের কারণ হিসাবে জানা গেছে— ঠাকুরবাড়ির মূল মন্দিরের সামনেই ক্যাম্প করে সিএএ-এর ফর্ম ফিলাপে সাহায্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বাদ সাধেন বিজেপি বিধায়ক অর্থাৎ শান্তনুর জ্যেষ্ঠ সহোদর সুব্রত ঠাকুর। তাঁর কথায়— ঠাকুরের মূল মন্দিরকে কেন রাজনীতির আশ্রয়স্থল করা হবে? দুই ভাই-এর বিবাদ না মেটায় মধ্যস্থতা করেছেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর। সাধারণ ভক্তদের প্রশ্ন এখানেই। মতুয়াদের পুণ্যভূমি ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি কী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল! হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর দর্শন করে পুণ্যলাভের আশায় আসা মতুয়া ভক্তদের কী বারবার রাজনৈতিক কচকচানির মধ্যে পড়তে হবে! নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বৃদ্ধ মতুয়া গোঁসাই-এর কথায়— ‘ঠাকুরবাড়ি রাজনীতির জায়গা নয়। ঠাকুরবাড়ির বর্তমান প্রজন্ম ক্ষমতার লোভে রাজনীতির ময়দানে নেমেছে। রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের মর্যাদা রক্ষা না করলে মতুয়া ভক্তরা কালে কালে ঠাকুরবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এটা কোন গোঁসাই-এরই কাম্য নয়।’

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার থাকবে— এই চুক্তিতে উল্লিখিত সমস্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারে।

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য করা যাবে না। মূল লক্ষ্য : Gender Equality – নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

ধারা ৪ : অধিকারের সীমাবদ্ধতা (Limitations on rights)

রাষ্ট্র কিছু ক্ষেত্রে অধিকার সীমিত করতে পারে, তবে সীমাবদ্ধতা কেবল আইনানুগ ভিত্তিতে হতে হবে।

সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্য হতে হবে অধিকার রক্ষা ও সাধারণ কল্যাণ (general welfare in a democratic society)।

মূল লক্ষ্য : অধিকার সীমিত করা যাবে, তবে তা ন্যায্য, আইনসম্মত এবং গণতান্ত্রিক স্বার্থে হতে হবে।

ধারা ৫ : অধিকারের ব্যাখ্যা (Interpretation of rights)

এই চুক্তি এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যাতে

রাষ্ট্র বা ব্যক্তিরা অধিকার হ্রাস বা ধ্বংস করার অজুহাত পায়।

ইতিমধ্যেই কোনও রাষ্ট্র নাগরিকদের যে অধিকার দিয়েছে, তা কমিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে না।

মূল লক্ষ্য : এই চুক্তিকে ব্যবহার করে অধিকার খর্ব করা যাবে না; বরং বাড়ানো বা শক্তিশালী করা উচিত।

Part III (ধারা ৬১৫): প্রধান অধিকারসমূহ

ধারা ৬ : কাজ করার অধিকার (Right to Work)

প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ করার অধিকার আছে।

“কাজ” মানে হলো যে কাজ ব্যক্তি স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারে এবং যা দিয়ে সম্মানজনকভাবে জীবিকা নির্বাহ করা যায়।

নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলি নিয়ে রাষ্ট্রকে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে:

১। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

২। বেকারত্ব দূরীকরণ।

৩। কারিগরি শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

ধারা ৭ : ন্যায্য ও অনুকূল কর্মপরিবেশ (Right to Just and Favourable Conditions of Work)

সমস্ত কর্মীদের ন্যায্য ও অনুকূল

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

হাজার হাজার মানুষের ভিড় মন্দিরের প্রবেশপথেই পরিবারের এক বৃদ্ধার পরচিটা হারিয়ে যাবার জন্য এতদূর এসেও বৈষ্ণোদেবী দর্শন করতে পারছেন না । এ দুঃখ ডা: বিপ্লবকে জানাতেই তাঁর নিজের পরচা বৃদ্ধাকে দিয়ে দেবী দর্শনের সুযোগ করে দিলেন। তিনি নিজে পরিবারের সবার জুতো পাহারা দিয়ে সবাইকে ধন্য করলেন। এটা সম্ভব হল এক পরিবার বলেই।

আমরা আবার ফেরার জন্য রওনা হলাম। দু’কিলোমিটার হেঁটে এসে একটা চায়ের দোকানে চা খেলাম। অনেকেরই তখন পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে, সুস্থ আমি আর ডাক্তার। ডা:অপরাজিতা ও দেবযানী পুরো কাবু। আমরা আবার চলা শুরু করলাম। কিছুদূর আসতেই নতুন অত্যাচার শুরু হলো। ঘোড়ায় চড়ে দর্শনার্থীরা ওপরে দেবীদর্শনে চলেছেন, ঘোড়া গুলির বিষ্ঠা পথেই পরিত্যক্ত হচ্ছে, ফলে পরিবেশে নেমে এসেছে অদ্ভুত এক অস্পৃশ্যতা।

অনেকটা পথ এভাবে ফিরে আসছি। আর মাত্র ২ কিলোমিটার বাকি। দেখা হল পরিবারের প্রবীণ সদস্য রামদার সঙ্গে। রামদা বিমর্ষতার সঙ্গে বললেন, আপনার বৌদি হারিয়ে গেছেন। কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরাও চিন্তায় পড়লাম, কারণ পুরো জম্মু কাশ্মীরে পোস্ট পেড ছাড়া কোন ফোন কাজ করে না। বৌদির কাছে কোন টাকা পয়সা নেই। আমরা রামদাকে পরামর্শ দিলাম, আপনি ফিরে চলুন, অটো স্ট্যান্ডে নিশ্চয়ই বৌদিকে পাওয়া যাবে। কারণ এখানে একটাই রাস্তা, হারানোর কোন সম্ভাবনাই নেই। আমাদের কথা রামদার হয়তো পছন্দ হয়নি। উনি আবারও বৌদিকে খুঁজতে বেরোলেন। পরে আমরা অটো করে হোটেলে পৌঁছালাম। এসে জানতে পারলাম, বৌদিকে অটোস্ট্যান্ডে একা ঘুরতে দেখে বিনয়দা ফিরিয়ে এনেছেন।

দাদার পায়ে না পড়েই, বিনয়দা এই যাত্রায় ,মেলা থেকেই বৌদিকে উদ্ধার করে, রামদার প্রবীণ জীবনে বৌদিকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। এটাই পারিবারিক মহত্বের মহিমা।

ফিরে আসার পর আমাদের গা-হাত-পা ভীষণই ব্যথা। বিছানা ছেড়ে অনেকেই উঠতে পারছে না। আমরা হোটেলে ফিরেছি বেলা ১২ টায়। বিকালে কাটরা বাজার ঘাট করার জন্য অনেকে বলেছিল কিন্তু অনেকেরই শক্তি ছিল না। এর মধ্যেও দুই একজন গিয়েছিল। পরের দিন সকালে হোটেলের সামনে বাস এলো। অন্য রকমের বাস। ১৬ টি স্লিপার সিট এবং ১৬ টি সিটিং। এরকম বাস পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় না। সকালে ভীষণ বৃষ্টি হয়ে গেল। আমরা সকাল আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট শেষ করে স্লিপিং সিটে বসে পড়লাম। পা ছড়িয়ে আরামে বসলাম। মেঘলা আকাশ। বেশ ভালই লাগছিল। এ'ভাবেই আমরা জম্মু-কাশ্মীর পার হয়ে পাঞ্জাব বর্ডার ক্রস করি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পকেটের অকেজো মোবাইলগুলি চালু হয়ে গেল। যে- যার মত স্বাধীন ভাবে কথা বলতে লাগল। দুপুর একটা নাগাদ আমরা একটা এইচপি-র তেলের পাম্পে দুপুরের আহার সেরে নিলাম। বিকাল চারটে নাগাদ আমরা পৌঁছালাম ওয়াঘা সীমান্তে। আর ছোট্ট গাড়িটি নিয়ে হারুবাবু হোটেল চলে গেল। ওখানে আমাদের রুম সিলেকশন করে বিকেলের টিফিন শুরু করে দেবে সুকুমারের দলেরা। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে মাত্র ২৩ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের লাহোর। বিএসএফ-র নিয়ন্ত্রণে এই বর্ডারে কুচকাওয়াজ হয়, হাজার হাজার মানুষের ভিড়। কোন শৃঙ্খলা নেই; বিএসএফ জওয়ানদের দিয়ে এ কাজ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না। এতে দেশের বদনাম হবে। লতা মঙ্গেশকরের একটি গান চলছিল। কারগিল যুদ্ধের সময়ে শহীদের উদ্দেশ্যে এই সংগীতটি রচিত হয়েছিল। সুরে চারিদিক একটা

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

আমাদের বাড়ি অবধি পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দিদি বলল, "আজকে আর রান্না করব না। কষ্ট হয়ে গিয়েছে। চিড়ে মুড়ি খেয়েই থাকব। মা সাথে আনেক মিষ্টি দিয়ে দিয়েছে, সেটা দিয়ে খেয়ে নিলেই হবে। ঝুনুকেও তাই খাওয়াব।

সকলের শুয়ে পড়তে বেশি দেরি হল না। দিদি মিতাকেও খাঁটে আমার পাশে শুতে দিয়েছে। আর নিজের জন্যে মেঝেতে জায়গা করেছে। শোয়ার সাথে সাথে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসলো। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আমি নিজেই টের পাইনি । শুক্লা পঞ্চমির চাঁদের আলো কমতে কমতে যখন রাতটা অন্ধকারের দিকে যাত্রা শুরু করেছে, তখন মিতার মনের রং কখন গাঢ় হয়ে উঠেছে জানিনা। পাহাড়ি নদীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার এই ছোট্ট দেহটার উপর। ঘরের আলো নেভানো রাতে তার গরম শ্বাসবায়ু আর শরীরের উষ্ণতায় আমাকেও অভ্যর্থনা করছে। আমিও এই উষ্ণতার অজানাকে জানার নেশায়, মিতার শরীরের সাথে ঘন হয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল দিদি আছে। কথা না বলে আমি নিচের দিকে দেখালাম। মিতা ক্ষীণ স্বরে একটা কথাই বলল, "এ সময়ে কেউ একা একা থাকে না। কাকিমা পাশের ঘরে চলে গিয়েছে।"

এ কথা শুনে আমি আলগা ভাবে কিছু এলোমেলো কথা বলে আমার মনের ভিতরের উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করলাম। বললাম, "পাগলামি করো না। নিজেকে বোঝার চেষ্টা কর। আমরা অনেক ছোটো।"

মিতা বলল, " কোনও কোনও পাগলামি মানুষের ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিতে পারে। তাই সব পাগলামি পুরোপুরি ক্ষতিকর নয়। আমার হয়তো এখানেই গিঁট বাঁধা আছে। "

আমি মনে মনে স্থির করলাম, জীবনের একটা অধ্যায়ে নিজেকে একটা বেমানান গিঁটের ফাঁসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াব না। মেয়েটাকে একটু বল প্রয়োগ করে সরিয়ে দিলাম। মিতা বুঝুক আমিও পুরুষ মানুষ। কোনও ল্যাদাকান্ত পুরুষ নই। মিতা আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে বড়দির বিছানায় বালিশ নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সতেরো

জয় কখনও কখনও মানুষকে দাম্ভিক করে তোলে। আমার মনেও সকালে ঘুম ভাঙার পর কিছু একটা অনুভূতি কুরে কুরে খাচ্ছে। সেটা ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না। ঠিক কাজ করেছি না মন্দ কাজ করেছি তাও বুঝতে পারছি না। দাদু বলতেন, "নিজেকে খোলা বইয়ের মতো রাখতে হবে। যে যেভাবে পারে পড়ে বুঝে নিক। বইয়ের সারা পাতায় কালো কালিতে ছাপা হলেও, তোমার জীবনের যাপনে যেন কোনও কালোর ছোঁয়া না থাকে।" দাদুর বলা কথাটা মনে পড়ছে। সে কারণেই মনে মনে গর্ব করছি। গতরাতে জীবনের প্রথম অনিয়ত কাজের হাতছানি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি। গর্বের কারণ সেটাই।

সকালে ঘুম ভাঙলো। দুঃস্বপ্নের রাতের কথা মনের মধ্যে চলে আসলো। মেঝেতে বিছানায় মিতা কুঁকড়ে জড়োসড় হয়ে শুয়ে আছে। ওর ওই সুন্দর মুখটা দেখে আমার কষ্ট হল। এই বয়সে ওর দেহের সুশ্রী গড়ন, উঠতি ছেলেদের হাতছানি, ওর মনের ভবনার পরিবর্তন করে দিয়েছে। ভাবনার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হয়। মানুষের শরীরে সব কিছুর ভালো থাকা বা মন্দ থাকাও কি রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য, না এক্সিডেন্ট! মিতা কী কারনে এত উত্তেজিত হয়েছিল! এটা বোঝার ক্ষমতা এখনও আমার হয়নি।

যে নিজের জীবন অতিবাহিত করতে সুষ্ঠু চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি রপ্ত করতে পারে, সেই সৎ চরিত্রের মানুষ। মিতাকে আমি আর ঘাটতে সাহস পাচ্ছি না। তাই ওকে আর ঘুম থেকে তুললাম না। কিন্তু মনে মনে ওর কষ্টটা আমি অনুভব করলাম। একদিকে যেমন

চলবে...

বনগাঁ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হল বনগাঁয়। ছবি ঃ সায়ন ঘোষ

মূকাভিনয়ে ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ ঠাকুরনগরের অনিকেতের

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেনির ছাত্র অনিকেত বিশ্বাস ছোটবেলা থেকেই স্থানীয় পরশ সোশ্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাজেশনের কর্ণদার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা শাশ্বত বিশ্বাসের নিকট মূকাভিনয় প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছে। সম্প্রতি সে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্তকের নিকট থেকে জাতীয় বৃত্তি (জুনিয়র) লাভ করেছে। প্রশিক্ষক শাশ্বতবাবু জানান, অনিকেত ছোটবেলা থেকেই আমাদের সংস্থায় মূকাভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছে। মূকাভিনয়ের প্রতি অনিকেতের দারুণ আগ্রহ।

ইতিমধ্যে সংস্থার হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চে মূকাভিনয় পরিবেশন করে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। বহু পুরস্কারও অর্জন করেছে অনিকেত। আগামীতে তাঁর এই মূকাভিনয় প্রতিভাকে আরোও মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর সে। অনিকেত এর এই সাফল্যে অতিশয় খুশি তাঁর পিতা কমল বিশ্বাস সহ তাঁর

পাড়া প্রতিবেশি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং তাঁর সহপাঠিরাও খুবই খুশি। সকলেই কিশোর অনিকেতের ভবিষ্যৎ জীবনের আরোও সাফল্য কামনা করেন।

প্রীতিলতা স্কুলে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ গত ২৬-২৮ আগষ্ট থিয়েটার ইন এডুকেশন প্রকল্পে গোবরডাঙার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় পর্বের নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙার প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ২৬ আগষ্ট মধ্যাহ্নে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নন্দিনী ভট্টাচার্য। কর্মশালায় পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেনির ২৪ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করেন। কর্মশালায় ছাত্রীরা ৪টে বিভাগে চারটে নাটক পরিবেশন করে। প্রতিটি নাটকে সামাজিক অবক্ষয়ের পুনঃনির্মানের বিষয় উঠে এসেছে। বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, মোবাইল ফোনে আসক্ত ও অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলি নাটকগুলিতে স্থান পেয়েছে। কর্মশালার শেষ দিনে প্রধান শিক্ষিকা নন্দিনী দেবী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের কর্ণধার ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীপক কুমার দাঁ। ছিলেন সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, নাট্যকর্মী দেবব্রত মজুমদার, বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা প্রবিত্র সরকার, দিয়া দাস, অতনু বিশ্বাস প্রমুখ। বিশিষ্টজনেরা সকলে তাঁদের বক্তব্যে আয়োজিত কর্মশালার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষন দেন। এদিন কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী সকল প্রশিক্ষনাথীগনের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী পড়ুয়াগনের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল
বিক্রয়, মেরামত ও
মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয়
বিক্রয় করা হয়।
8944800404

স্কুলে ল্যাবরেটরি

প্রথমপাতার পর...

ল্যাবরেটরি। সেখানে প্রায় পঞ্চাশের বেশি মডেল প্রদর্শিত আছে। যেগুলি ছাত্রছাত্রীরা ব্যবহার করে হাতেকলমে অঙ্ক শিখতে পারছে। এই ল্যাবরেটরি বনগাঁর গাঁড়াপোতা হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মনোতোষ কুমার মিত্রের আর্থিক অনুদানে তৈরি হয়েছে। এছাড়া স্কুলের অঙ্কের শিক্ষিকা পামেলা মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল গবেষণাগারটি তৈরিতে। উদ্বোধনের দিনে প্রায় কুড়িটি স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের ল্যাবরেটরটির কাজ দেখানো হয়। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মনোতোষ নিজেও অঙ্কের শিক্ষক। অঙ্কের উপর লেখা তাঁর গবেষণা ভিত্তিক বই আছে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মোহনা মিত্র বলেন," আমরা যখন ক্লাসে যাই তখন একটা কমন বিষয় আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নজরে আসে, তা হল ছাত্রীদের অঙ্ক নিয়ে ভয়। সেই ভয় দূর করে ছাত্রীদের সহজ সরল পদ্ধতিতে হাতে-কলমে অংক শেখাতেই এই উদ্যোগ। হাতে নেড়ে, চোখে দেখে অনুভব করাতে এই পদক্ষেপ।" মোহনার মতে, বিষয়ভিত্তিক তো বটেই, হাতেকলমে শিখলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় আনন্দ আসবে। যার ফলে বাড়বে মনোযোগ। গণিতকে দৃশ্য-গ্রাহ্য করার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গণিত বিষয়টি অনেক বেশি মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই এই প্রাকটিকাল ক্লাসের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আরো কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সাহায্য পেলেই তা পরিপূর্ণ হবে।'

এ বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিস এর ডেপুটি সেক্রেটারি ডক্টর পার্থ কর্মকার বলেন, বিষয়টি সত্যিই খুবই ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এই ধরনের ল্যাব শুধু গাইঘাটায় নয় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জায়গায় অংকের একটি ল্যাবরেটরি তৈরি করতে পারলে এর থেকে ভালো কিছু হয় না। অংক যখন চোখে দেখবে তখন ছেলেমেয়েরা আর ভয় পাবে না।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার স্কুলগুলির মধ্যে এই প্রথম কোনও স্কুলে ম্যাথমেটিক্স ল্যাবরেটরি গড়ে উঠল। প্রয়োজনে অন্যান্য স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদেরও সময়বিশেষে এই ল্যাবরেটরিতে ক্লাস করানোর কথা ভাবছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ল্যাবরেটরি পেয়ে খুশি ছাত্রীরা। শনিবার ক্লাস শেষে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী তিথি দেবনাথ,পর্ণা দেবনাথরা বলেন, "ল্যাবরেটরি পেয়ে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। আমরা তো এতদিন অঙ্ক মুখস্থ করে এসেছি। এখন অঙ্ক প্রাকটিক্যাল করছি। এতে অঙ্ক- ভীতি দূর হচ্ছে। জীবনে চলার পথে অঙ্ক জরুরি। ল্যাবরেটরিতে অঙ্ক ভীতি কেটেছে, অঙ্ক এখন চোখের সামনে দেখে বুঝতে পারছি।"মনোতোষ আরো বলেন, পড়ুয়াদের অঙ্ক ভীতি কাটানোর ভাবনা অনেকদিনের ছিল। সেটার বাস্তব রূপ দিতে পেরে ভালো লাগছে। আগামীদিনে সকল স্কুল এই ল্যাব তৈরি করার কথা ভাবুক।"

গাজনা কিশলয় তরুণ তীর্থে শিক্ষক দিবস পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর মহান দার্শনিক ও আদর্শ শিক্ষক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর ১৩৮ জন্ম জয়ন্তী মহা সমারোহে পালন করেন গাইঘাটার গাজনা কিশলয় তরুণ তীর্থের শিক্ষক ও কচিকাঁচা পড়ুয়াগন।

শুরুতেই ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় শিক্ষক ড. রাধাকৃষ্ণান এর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান, স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগন। উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়াদের অভিভাবকগনও।

ড. কৃষ্ণান এর জীবন, কর্ম ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগন। কচি-কাঁচা পড়ুয়াগন পরিবেশিত সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তির অনুষ্ঠানে কিশলয় তরুণ তীর্থ আয়োজিত এদিনের শিক্ষক দিবস

উদযাপন অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মাইম একাডেমীর মূকাভিনয় আনন্দপাড়া প্রাথমিকে

সংবাদাতা ঃ শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচারের সদস্যরা স্কুল ভিত্তিক এক মূকাভিনয় কর্মশালার আয়োজন করে স্থানীয় আনন্দপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সংস্থার কর্নধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালীর নির্দেশনায় গত ১২ আগষ্ট থেকে কর্মশালার সূচনা হয়।

৫ সেপ্টেম্বর কর্মশালার শেষ দিনে বিদ্যালয় আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষনার্থী পড়ুয়াগন একটি মূকাভিনয় নাটক মঞ্চস্থ করে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমবেত অভিভাবকরা শিক্ষার্থীগন পরিবেশিত মূকাভিনয় নাটকের ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

গোপালনগরে তেল ও গ্যাসের ভান্ডারের সম্ভাবনা

প্রথমপাতার পর...

আমরা আশাবাদী যে, এখানে তেল ও গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা এখানে সাধারণ মানুষদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করলাম। প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ৪০ বর্গ কিলোমিটার এরিয়াজুড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এখানে গ্যাস ও তেল মজুদ রয়েছে বলে মনে করছেন ওএনজিসি কর্তারা। যদি পাওয়া যায়, এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার অনেক উন্নতি হবে। দশের স্বার্থে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের বক্তব্য, ভবিষ্যতে এই গ্যাস ও তেলের সম্ভাবনা যদি বাস্তবে রূপ নেয় তবে গোটা মহকুমার অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

গোঁসাইদের ভাতা চালুর দাবি

প্রথমপাতার পর...

ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে এসে হাজির হন। নতুন করে করে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের গোঁসাই পরিষদ গঠিত হয়। সভা শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বেশ কয়েকটি দাবি করা হয় রাজ্য সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আরএসএসের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করেন পুনর্গঠিত গোঁসাই পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত বাইন।

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সুখেশ চন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিগত তিন দশক ধরে অধিকাংশ মতুয়ারা রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে আছেন। কিন্তু আমাদের প্রাপ্য দাবি চাইতে কোনো বাধা নেই। সরকার গঠনে আমাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু আমরা সেভাবে উপকৃত হইনি। তিনি বলেন,সাংসদ মহুয়া মৈত্র দ্বিচারিতা করছেন। তিনি যদি ভুল স্বীকার না করেন আগামী, লোকসভা ইলেকশনে তাঁকে তার খেসারত দিতে হবে।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি Rajballav Saha, পিতা- Late Kartick Saha, গ্রাম- পূর্ব সোনাটিকারি, পোঃ- চাঁদপাড়া, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। আমার প্রকৃত নাম Rajballav Saha, যা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার পুত্র Litan Saha -এর মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, উচ্চ মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট- এ আমার ডাকনাম Dulal Saha নথিভুক্ত আছে। আমি ইংরাজী ১৪/১০/২০১০ তারিখে এক্সিকিউটিভ আদালতের হলফনামা বলে Rajballav Saha ও Dulal Saha এক ও অভিন্ন হিসাবে পরিচিত হলাম।

আমি Sujata Saha, স্বামী- Rajballav Saha, গ্রাম- পূর্ব সোনাটিকারি, পোঃ- চাঁদপাড়া, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। আমার প্রকৃত নাম Sujata Saha, যা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার পুরানো রেশন কার্ডে নং 241981আমার নাম Sujata Rani Saha নথিভুক্ত আছে। আমি ইংরাজী ০৮/০৯/২০২৫ তারিখে এসিজেএম আদালতের ১১১৪৪নং হলফনামা বলে Sujata Saha ও Sujata Rani Saha এক ও অভিন্ন হিসাবে পরিচিত হলাম।

নকসার নাট্য সেমিনারে কন্নড় থিয়েটারের প্রবক্তা প্রসন্ন হেগড়ু

সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চা বিষয়ে জানতে ও বুঝতে আগষ্টের শেষে রাজ্য আসেন কন্নড় থিয়েটারের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রসন্ন হেগড়ু। শুধু রাজ্যের

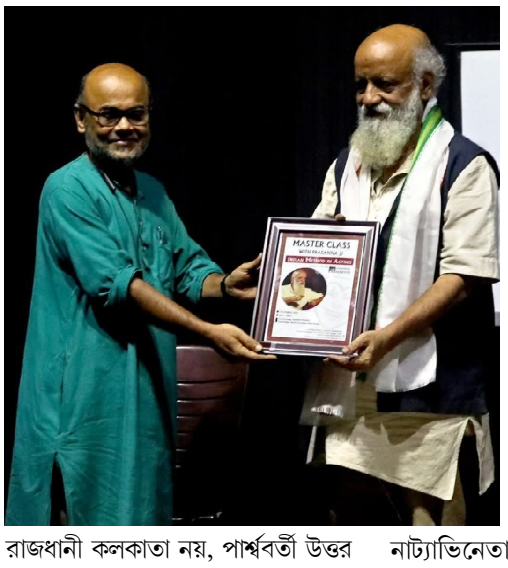

রাজধানী কলকাতা নয়, পার্শ্ববর্তী উত্তর ২৪ পরগণা, হাবড়া ছাড়াও বর্ধমান, বীরভূমে গিয়ে সেখানকার নাট্যদলগুলোর সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। ১২ সেপ্টেম্বর অবধি তিনি বিভিন্ন জেলার থিয়েটারে উৎসুক মানুষজনের সাথে নাট্য চর্চা এবং নাটকের প্রসারে মত বিনিময় করেন। নাটকের শহর গোবরডাঙার নকসার কর্ণধার প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক আশিষ দাসের আহ্বানে প্রসন্নজী ৩১ আগষ্ট গোবরডাঙায় আসেন। সেখানে তিনি ইন্ডিয়ান মেথড অফ অ্যাক্টিং বিষয়ক একটি কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালাটি শুধুমাত্র নতুন নয়, অভিজ্ঞ নাট্য শিল্পীদেরও তাঁদের অভিনয় দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশে নতুন দিশা দেখিয়েছে। আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালায় ৬০ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করেন। কর্মশালা ও নাট্য আলোচনা শেষে তিনি প্রতিটি প্রশিক্ষনার্থীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। নকসার পরিচালক আশিষবাবু জানান, দীর্ঘ দু'বছরের প্রচেষ্টায় কাশ্মীরের বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা লাকি গুপ্তার সহায়তায় প্রসন্নজীকে দিয়ে এই নাট্য কর্মশালা সম্পন্ন করতে পেরেছি। প্রসন্নজি'র সম্মানে নকসা পরিচালিত সংস্কৃতি কেন্দ্র নকসা প্রযোজিত মঞ্চসফল নাটক 'কবীরা খড়া বাজার মে' পরিচালিত হয়। জেলার নাট্যচর্চার নমুনা স্বরূপ অভিনীত নাটকটি প্রসন্নজীকে মুগ্ধ করে। নাট্যজগতের বহু বিশিষ্ট মানুষ এদিনের নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ম্যাজিক নকল করতে গিয়ে প্রাণ গেল পড়ুয়ার

প্রতিনিধি ঃ মোবাইলে ম্যাজিক দেখে বেশ কিছু খেলা রপ্ত করে ম্যাজিক শো দেখাতো ছাত্র। সেই ম্যাজিকেই প্রাণ হারালো সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়া।

মৃত সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রের নাম রিপন মন্ডল (১৩)। বাড়ি বনগাঁ থানার কালুপুর এলাকায়। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, শিক্ষক দিবসের দিন স্কুল ছুটি। বাবাকে সাথে নিয়ে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে গামছা নিয়ে বাথরুমে স্নান করতে ঢোকে সে। বেশ কিছু সময় কেটে গেলেও বাথরুম থেকে বেরোতে না দেখে বাথরুমে ঢুকতেই গলায় ফাঁস আটা ছেলের মৃতদেহ দেখেন পরিবারের সদস্যরা। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। মৃত রিপনের বাবা দেবব্রত মন্ডল বলেন, ছেলে পড়াশোনা অনেক ভালো। ওর মাথাতে আত্মহত্যা করার চিন্তা ভাবনা কখনোই আসার কথা না। গামছা নিয়ে কোন ম্যাজিক করার চেষ্টা করেছিল। গামছার ফাঁস লেগে যায় গলায়।

ব্যবসায়ীকে হুমকি চিঠি, তদন্তে পুলিশ

প্রতিনিধি ঃ আগামী ১২ তারিখের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা না দিলে বোম মেরে বাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হবে। এমনই হুমকি চিঠি দিয়ে একটি সাদা বাক্স ঘরের সামনে পড়ে রয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে চিঠি পড়ে সাদা বাক্স দেখে ঘটনা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে পরিবার।

সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার চিকনপাড়া এলাকায়। বাড়ির মালিকের নাম রাম রতন বিশ্বাস। পেশায় ব্যবসায়ী। ইতিমধ্যেই রাম রতন বাবু গাইঘাটা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, বাড়ির সামনে দুটি সিসি ক্যামেরা রয়েছে, সেখানে কিছু ধরা পড়ছে না। পিছন দরজা দিয়ে ঢুকে কেউ বাড়ির সামনে রেখে গিয়েছে। কে কারা এমন চিঠি দিল, কেনই বা দিল, তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পরিবার। পুলিশ সাদা বাক্সটি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে তার মধ্যে কী রয়েছে!

লড়াই বনগাঁর মেয়ে সৌমির

প্রথমপাতার পর...

শুনলাম চলে গেছে। চাকরি হারানোর মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ধরা পড়ল ক্যান্সার, তাও চতুর্থ স্তরে। গত ২০ আগস্ট টানা ১৪ ঘণ্টার অস্ত্রোপচার হয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়েই দেড় ঘণ্টা ধরে পরীক্ষায় বসেন ক্যান্সারে আক্রান্ত চাকরি হারা শিক্ষিকা। সৌমি ও তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়ে দেন, বনগাঁর বাসিন্দা সৌমি ২০১৬ সালে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পান। স্বামী বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী, তাঁদের তিন বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে। স্বামীর হাত ধরেই অসুস্থ অবস্থায় এদিন পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছন তিনি। আদালত ও সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর চাকরি বহাল থাকলেও তাঁর আক্ষেপ অন্যায়ভাবে চাকরি কেড়ে নেওয়ার দাগ মুছে ফেলতেই আবারও পরীক্ষার লড়াইয়ে নামতে হয়েছে তাঁকে। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী হিসেবে জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা আর সংগ্রামের মাঝেও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করাই এখন সৌমি বিশ্বাসের একমাত্র লক্ষ্য। তার এই লড়াই আগামী প্রজন্মের চাকরিপ্রার্থীদেরও লড়াই করতে মানসিক শক্তি জোগাবে।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে
আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলসম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশানাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান , নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা,ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রন

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিকালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**